বিষয়বস্তুঃ ঈমান ও আকীদাহ শুদ্ধি

রবীউস সানী মাসের চতুর্থ জুমুআর বয়ান

(২৮ রবীউস সানী ১৪৪৬ হিজরী, ১ নভেম্বর ২০২৪)
প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।
বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া নু'মানিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত। ক্রমিক নং ১৫৮

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالْصَّلَاةُ وَالْسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى أٰلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْدُ:فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۞ الٓمّٓ ۞ ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ ج هُدًى لِلْمُتَّقِيْنَ ۞ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الْصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۞

صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْم

সম্মানিত ঈমানদার ভায়েরা ! আজ রবীউস সানী মাসের শেষ জুমুআ। আজ আমরা ঈমান ও আকীদাহ সম্পর্কে আলোচনা করব। কেননা, মানুষের আমলে কোন রকম ত্রুটি থাকলে হতে পারে আল্লাহ তায়ালা সেটাকে ক্ষমা করে দিবেন কিন্তু কারো আকীদায় ত্রুটি থাকলে আল্লাহ সেটাকে ক্ষমা করবেন না। অতএব, আমাদের

আজকের আলোচনাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তায়ালা সূরা বাকারার প্রথম ৩টি আয়াতে বলেছেনঃ

الٓمّٓ ۞ ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۚ هُدًى لِلْمُتَّقِيْنَ ۞ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الْصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۞

আলিফ, লা-ম, মীম। এটা সেই কিতাব, যার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। এটা মুত্তাকীদের জন্য পরিপূর্ণ হিদায়ত। (মুত্তাকী তাঁরা) যাঁরা গায়েবের উপর বিশ্বাস রাখে এবং নামায কায়েম করে আর আমার দেওয়া অর্থ-সম্পদ থেকে (আমার রাস্তায়) খরচ করে।”

লক্ষ্য করুন, এখানে আল্লাহ তায়ালা মুত্তাকী বান্দাদের প্রথম গুণ বলেছেন ঈমান বিল গায়েব। অর্থাৎ, গায়েবের প্রতি বিশ্বাস। বোঝা গেল, মানুষের সর্বপ্রথম কর্তব্য হল আকীদাহ দুরুস্ত করা।

আকীদাহ মানে, অন্তরের সুদৃঢ় বিশ্বাস। অতএব, ইসলামী আকীদাহ মানে, ইসলাম ধর্মের ওই সমস্ত মৌলিক বিশ্বাস, যার মধ্যে সামান্য ত্রুটি থাকলে ঈমান শুদ্ধ হয় না। এরূপ আকীদাহ হল ৭টি। যার নাম ঈমানে মুফাস্সাল। ঈমানে মুফাস্সাল এইঃ

أٰمَنْتُ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْأٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ

তরজমাঃ আমি ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাগণের উপর, তাঁর কিতাব সমূহের উপর, তাঁর রসূলগণের উপর, কিয়ামতের দিনের উপর। আমি বিশ্বাস করেছি যে, ভাল ও মন্দ ভাগ্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত, আর আমি মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়া বিশ্বাস করলাম। এটা হল ঈমানে মুফাস্সালের তরজমা।

ব্রাদারানে ইসলাম ! বর্তমান মুসলিম সমাজে অনেক মুসলিম এমন আছে, যারা ঈমানের এই মৌলিক ৭টি আকীদাহ সঠিকভাবে জানে না। সেজন্য এখন আমি পরস্পর এই ৭টি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরছি।

ঈমানের প্রথম বিষয়, আল্লাহর উপর ঈমান আনা

আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার অর্থ হল, আল্লাহ সম্পর্কে ৩টি বিশ্বাস স্থাপন করাঃ (১) আল্লাহর উজূদঃ অর্থাৎ, আল্লাহর অস্তিত্বের উপর ঈমান আনা। আল্লাহর অস্তিত্ব বলতে, আল্লাহ নিজের সত্তা ও গুণাবলী সহ সর্বদা ছিলেন, আছেন ও থাকবেন।

(২) আল্লাহর রুবূবিয়াতঃ অর্থাৎ, আল্লাহ আমাদের একমাত্র রব ও প্রতিপালক। তিনি আমাদের রুযীদাতা, সুখ-শান্তি ও ধন-সম্পদ দানকারী, রোগ-শোক ও বালা-মুসীবত সবই তাঁর হাতে। এ বিষয়ে তাঁর কোন অংশীদার নেই। তাই আমরা একমাত্র তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি।

(৩) আল্লাহর উলূহিয়াতঃ অর্থাৎ, একমাত্র আল্লাহ আমাদের উপাস্য। উপাসনার ক্ষেত্রে তাঁর কোন শরীক নেই। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করা শির্ক । আর শির্ক হল, সবচেয়ে বড় গোনাহ। অতএব, শির্ক থেকে সাবধান হতে হবে ১০০ শতাংশ। সূরা লুকমানের ১৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ اِنَّ الْشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ "নিশ্চয় শির্ক মহাপাপ।" অনুরূপভাবে সূরা নিসার ৪৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

اِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

"নিশ্চয় আল্লাহ শির্কের গোনাহ ক্ষমা করবেন না। তবে তিনি চাইলে শির্ক ছাড়া অন্য গোনাহ ক্ষমা করবেন।"

সম্মানিত উপস্থিতি ! আল্লামা জাহিয (রহ) 'আল-বায়ান

ওয়াত্ তাব্য়ীন' নামক কিতাবের ১ম খণ্ডের ১৬৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, একবার আরবের কোনএক বেদুইনকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ ؟ তুমি তোমার প্রভুকে কীভাবে চিনতে পেরেছ ? তখন সেই আরব বেদুইন নিজের খুব সহজ ও সরল ভাষায় বলেছিলঃ

اَلْبَعْرَةُ تَدُلُّ عَلَى الْبَعِيْرِ وَالْأَثَرُ يَدُلُّ عَلَى الْمَسِيْرِ لَيْلٌ دَاجْ وَنَهَارٌ سَاجْ وَسَمَاءٌ ذَاتُ أَبْرَاجْ أَفَلَا تَدُلُّ عُلَى الْصَّانِعِ الْخَبِيْرِ

(মরুভূমিতে) উটের পায়খানা দেখে বোঝা যায়, এখান থেকে উট গিয়েছে। পায়ের ছাপ দেখে বোঝা যায়, এখান থেকে কোন মানুষ গিয়েছে। তাহলে এ অন্ধকার রাত, আলোকিত দিন ও বিশাল তারকারাজি বিশিষ্ট মহাকাশ একজন সুদক্ষ স্রষ্টার পরিচয় দেয় না কি ? শ্রোতামণ্ডলী, লক্ষ্য করুন, আরব বেদুইন মানুষটি কেমন সুন্দর ও সরলভাবে আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ করেছে ! তবে যারা হতভাগা নাস্তিক, তারা এটা উপলব্ধি করতে অক্ষম।

একটি ঘটনাঃ

সুধী শ্রোতামণ্ডলী ! আমরা আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে একটি চমৎকার ঘটনা লক্ষ্য করি, একদিন কিছু নাস্তিক

ঈমাম আবূ হানীফা (রহ) এর নিকটে এসে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে তর্ক করতে চাইল। তারা বললঃ হে যুগ শ্রেষ্ঠ ইমাম ! আপনি যদি আল্লাহর অস্তিত্বকে প্রমাণ করতে পারেন, তাহলে আমরা আর নাস্তিক থাকব না, সকলে আস্তিক হয়ে যাব। অর্থাৎ, ইসলাম গ্রহণ করে নিব।

ইমাম আবূ হানীফা (রহ) বললেনঃ ঠিক আছে আমি তর্ক করতে রাজি আছি। তবে তার আগে তোমরা একটি ঘটনা শোন। তারা বললঃ কী ঘটনা ? বলুন। ইমামে আ'যম আবূ হানীফা (রহ) বললেনঃ একদিন দাজলা নদীর তীরে হঠাৎ একটি নৌকা এসে হাজির হল। নৌকায় কোন মাঝিও ছিল না এবং কোন লোকও ছিল না। তারপর দেখলাম, নৌকাটি এপার থেকে মালপত্র বোঝাই করে ওপারে নিয়ে গেল। ওপারে মালপত্র নামিয়ে আবার এপারে চলে এল। অথচ নৌকায় না কোন মাঝি ছিল, আর না কোন লোকজন। এ সবকিছু আপনা আপনি হয়ে গেল।

ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-এর এ গল্পটি শুনে নাস্তিকরা বললঃ এটা অসম্ভব। একটি মাঝি বিহীন নৌকা একা একা কীভাবে চলতে পারে ? এটা হতেই পারে না। ইমাম আবূ

হানীফা (রহ) তখন তাদেরকে বললেনঃ এই তো তোমরা সত্য কথাই বললে, একটি মাঝি বিহীন নৌকা একা আপনা আপনি চলতে পারে না। তাহলে এই বিশাল কাইনাতের সবকিছু কোন নিয়ন্ত্রণকারী ছাড়া আপনা আপনি কীভাবে চলতে পারে ? নাস্তিকরা এ কথা শুনে হতভম্ব হয়ে গেল। অবশেষে তারা তর্কে পরাজিত হয়ে সকলে ইসলাম গ্রহণ করে নিল। এ ঘটনাটি 'শরহুল আকীদাতিত্ তহাবিয়্যাহ' নামক কিতাবের ২৩ নম্বর পৃষ্ঠায় লেখা আছে। বোঝা গেল, এ কুলকাইনাতের পিছনে একজন সুদক্ষ পরিচালক আছেন। তিনি হলেন একমাত্র আল্লাহ।

ঈমানের দ্বিতীয় বিষয়, ফেরেশতাদের উপর ঈমান আনা

মনে রাখবেন, আল্লাহ রব্বুল আলামীন নূর দিয়ে এক প্রকার মখলূক সৃষ্টি করেছেন। যাদেরকে বলা হয় 'মালাইকাহ'। মালাইকাহ মানে, ফেরেশতামণ্ডলী। আমরা তাদেরকে দেখতে পাই না। কিন্তু কুরআন ও হাদীসে তাদের বিবরণ আছে। তাই তাদের অস্তিত্বের উপর ঈমান আনা জরুরী।

ঈমানের তৃতীয় বিষয়, কিতাবসমূহের উপর ঈমান আনা

মনে রাখবেন, আল্লাহ তায়ালা বান্দাদেরকে তাঁর আদেশ অনুযায়ী জীবনযাপন করার জন্য রসূলগণের মাধ্যমে বহু আসমানী কিতাব ও সহীফা নাযিল করেছেন। সহীহ ইবনে হিব্বানের ৩৬১ নম্বর হাদীসে হযরত আবূ যার গিফারী (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ আমি একদিন রসূলুল্লাহ সল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, হে আল্লাহর রসূল ! كَمْ كِتَابًا أَنْزَلَهُ اللهُ ؟ আল্লাহ তায়ালা ক'টি কিতাব নাযিল করেছেন ? এর উত্তরে নবীজি বলেছিলেনঃ ১০৪টি। তার মধ্যে ১০০টি কিতাব হল সহীফা। অর্থাৎ, ছোট কিতাব। আর ৪টি হল বড় কিতাব। (১) তাওরাত, (২) ইনজীল, (৩) যাবূর, (৪) কুরআন।

ঈমানের চতুর্থ বিষয়, রসূলগণের উপর ঈমান আনা

ঈমানদার ভাই সকল ! জেনে রাখা দরকার, রসূল ও নবীগণের প্রতি ঈমান আনার অর্থ হল, আল্লাহ রব্বুল আলামীন প্রত্যেক যুগে বান্দাদের হিদায়েতের জন্য কিছু নির্বাচিত ও মনোনীত মহাপুরুষদেরকে পাঠিয়েছেন। তাঁদেরকে নবী ও রসূল বলা হয়। সেই সমস্ত নবীগণের উপর ঈমান আনা জরুরি।

ঈমানের পঞ্চম বিষয়, কিয়ামতের উপর ঈমান আনা

কুরআন করীমে সূরা 'মাআ-রিজ'-এর ৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন হবে পঞ্চাশ হাজার বছর সুদীর্ঘ।

মুসনাদে আহমাদের ১১৭৩৫ নম্বর ও সহীহ ইবনে হিব্বানের ৭৩৩৪ নম্বর হাদীসে আবূ সাঈদ খুদরী (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, ইয়া রসূলাল্লাহ ! তাহলে কিয়ামতের ওই দিনটি কতই না লম্বা হবে ! আর সকল মানুষ কতই না পেরেশান হবে ! তখন নবীজি বলেছিলেনঃ সেই আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, নিশ্চয় কিয়ামতের দিনটি মু'মিনদের জন্য একবার ফরয নামায আদায় করার মতো সংক্ষিপ্ত মনে হবে।

ঈমানের ষষ্ঠ বিষয়, ভাগ্যের উপর ঈমান আনা

ভাগ্যকে আরবীতে বলে তাকদীর। আল্লাহ রব্বুল আলামীন যমীন-আসমান ও সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করার আগে প্রত্যেকের তাকদীর বা ভাগ্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এ সম্পর্কে সূরা কমারের ৪৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা

বলেছেনঃ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ “নিশ্চয় আমি সবকিছুকে ভাগ্যের পরিমাপে সৃষ্টি করেছি।” অনুরূপভাবে, সহীহ মুসলিমের ২৬৫৩ নম্বর হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

كَتَبَ اللهُ مَقَادِيْرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَ الْسَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ بِخَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ

“আল্লাহ তায়ালা যমীন ও আসমান সৃষ্টি করার পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে সমস্ত মাখলূকাতের ভাগ্য লিখে দিয়েছেন।”

মুহতারম ভায়েরা ! এই তাকদীর সম্পর্কে অনেকের মনে একটি প্রশ্ন জাগে যে, ভাল-মন্দ সব ভাগ্য যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট হয়, তাহলে গোনাহ করলে আল্লাহ শাস্তি দিবেন কেন ? এ প্রশ্ন সমাধানের জন্য একটি কথা জেনে রাখা দরকার যে, তাকদীর দু’প্রকারঃ (১) তাকদীরে মুব্‌রম। অর্থাৎ, অপরিবর্তনীয় ও চূড়ান্ত ভাগ্য। এরূপ ভাগ্যে কোন রকম পরিবর্তন হয় না। আল্লাহ রব্বুল আলামীন মানব সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে লওহে মাহফূযে মানুষের এ চূড়ান্ত ভাগ্য লিখে রেখেছেন।

তাকদীরের দ্বিতীয় প্রকার হল, তাকদীরে মুআল্লাক। অর্থাৎ, এমন তাকদীর যেটা বান্দার এখতেয়ারে ঝুলন্ত। বান্দা যদি ভালো আমল করে, তাহলে তার ভালো হবে। আর যদি খারাপ আমল করে, তাহলে তার খারাপ হবে। সূরা বালাদের ১০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ وَ هَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ "আর আমি মানুষকে (ভালো ও মন্দ) দু'টি পথ দেখিয়েছি।" অর্থাৎ, মানুষ চাঁদ সূর্যের মতো নির্দিষ্ট কক্ষপথে চলতে বাধ্য নয়। মানুষকে আল্লাহ তায়ালা এখতেয়ার ও স্বাধীনতা দিয়ে সম্মানিত করেছেন। মানুষ চাইলে ভাল কাজ করতে পারে। আবার চাইলে খারাপ কাজ করতে পারে। আমরা যতরকম খারাপ ও গোনার কাজ করে থাকি, সবই নিজেদের এখতেয়ারে করি। তাই গোনাহ করলে আল্লাহর কাছে শাস্তি পেতে হবে।

ঈমানের সপ্তম বিষয়, পুনর্জীবনের উপর ঈমান আনা

পুনর্জীবন মানে, মৃত্যুর পর আল্লাহ তায়ালা আবার আমাদেরকে জীবিত করবেন। এখানে একটি প্রশ্ন হল, মানুষ মারা গেলে হাড়-হাড্ডি মাটি হয়ে যায়। তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলামীন পুনরায় মানুষকে কীভাবে জিন্দা

করবেন ?

মক্কার কাফেরদের পক্ষ থেকে খুব জোরালভাবে এ প্রশ্ন উঠেছিল। কুরআন করীমের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা সূরা মু'মিনীনের ৮২ নম্বর আয়াতে তাদের প্রশ্ন উল্লেখ করে বলেছেনঃ قَالُوْٓا ءَ اِذَا مِتْنَا وَ كُنَّا تُرَابًا وَّ عِظَامًا ءَ اِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ "মক্কার কাফেররা বলেছেঃ যখন আমরা মরে যাব এবং আমরা মাটি ও হাড় হয়ে যাব, তখন কি আবার আমাদেরকে জীবিত করা হবে ? এ প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ তায়ালা সূরা আম্বিয়ার ১০৪ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

كَمَا بَدَاْنَآ اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهٗ ؕ وَعْدًا عَلَيْنَا ؕ اِنَّا كُنَّا فٰعِلِيْنَ

" যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবেই পুনরায় সৃষ্টি করব। এটা আমার ওয়াদা। নিশ্চয় আমি এটা করব।"

সুধী বন্ধুগণ ! সহীহ বুখারীর ৪৯৩৫ নম্বর ও সহীহ মুসলিমের ২৯৫৫ নম্বর হাদীসে আবূ হুরাইরাহ (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ ইসরাফীল আলাইহিস সালাম কিয়ামতের সময় দু'বার শিঙ্গায় ফুঁক দিবেন। আর ওই দুই ফুঁৎকারের

মাঝে ৪০ বছরের ব্যবধান হবে। নবীজি বললেনঃ তারপর আল্লাহ তায়ালা আকাশ থেকে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। সে সময় সমস্ত মানুষ ওই বৃষ্টি দ্বারা এমনভাবে পুনরায় জীবিত হবে, যেমন মাটি থেকে উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়। নবীজি বলেছেনঃ মানুষ মারা যাওয়ার পর তার শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু একটি হাড় নষ্ট হয় না। সেটা হল, মানুষের শরীরের পিছনে শিরদাঁড়ার নীচের শেষাংশের হাড়। ওটা কখনও নষ্ট হয় না। ওই হাড়খণ্ড থেকে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে পুনরায় জীবিত করবেন। এটাই হল মৃত্যুর পর পুনর্জীবন।

আজ আলোচনা এ পর্যন্ত ইতি করছি। দুআ করি, আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে সহীহ আকীদাহ লালন করার তাওফীক দান করুন।

وَأٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সংকলনেঃ মুফতী ইবরাহীম কাসিমী

(নাযিমে আ'লা জামিয়া নু'মানিয়া)

কোন প্রয়োজনে 97-32-32-32-12 অফিস নম্বরে রাত ৯টা থেকে ১০টা পর্যন্ত (বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার বাদে) যোগাযোগ

করতে পারেন। মনে রাখবেন, জুমুআর বয়ান শুধুমাত্র আমাদের www.jamianumania.com ওয়েবসাইটেই পাবেন। সুতরাং, এই ওয়েব সাইট থেকে ফ্রিতে জুমুআর বয়ান ডাউনলোড করুন।